সংবাদ

তারিখ ০৪ APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের অচলাবস্থা

২০০৪ সালে বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে ২টি সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে ৪৬ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর থেকে নিয়োজিত জনবল গ্রন্থাগার দুটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আসছে। ২ ডিসেম্বর ২০০৫ এ সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সিলেট বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বরিশাল বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের আগ থেকে অর্থাৎ ২০০৪ সাল থেকে প্রকল্পের জনবল দ্বারা গ্রন্থাগার দুটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০০৫ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ২টি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বলা হয় ১৯৯৭ সালে ১ জুলাইয়ের পর কোন প্রকল্পের লোকবল রাজস্ব খাতে নেয়া হবে না। উল্লেখ্য, ওই প্রকল্পটি শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই এবং শেষ হয় ৩০ জুন ২০০৬। ইতোমধ্যে ওই প্রকল্পের পদগুলো সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়েছে। তারপরও জুলাই ২০০৬ থেকে বেতনভাতা ছাড়া কাজ করতে হচ্ছে। এবং নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে যা মানবাধিকার পরিপন্থী। গণগ্রন্থাগার হচ্ছে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সমাজের সব স্তরের মানুষ আসে তথ্য সেবা গ্রহণ করতে। কোনভাবেই এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে উল্লেখ্য, অগ্রাধিকারা ভিত্তিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যা ১৯৯৭ সালের পরের প্রকল্প সেগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তর রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, ২০০৬ এ রজুনে সমাপ্ত হওয়া অনেক প্রকল্প মাঝে মধ্যে থোক বরাদ্দ থেকে বেতনভাতা পাচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিটিআই বা টিটিসি উন্নয়ন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প, তিনটি বিভাগীয় শহরে তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প, ইনস্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলোজি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প। অথচ গণগ্রন্থাগারগুলোও স্বশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি ছুটি ব্যতীত প্রত্যহ হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকসহ সাধারণ মানুষের পাঠসেবা প্রদান করে আসছে। গণমানুষের শিক্ষা সেবায় গ্রন্থাগার হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম। উল্লেখ্য, গণগ্রন্থাগার ২টিতে প্রত্যহ প্রায় ২ হাজার পাঠকের আগমন ঘটে, ফলে পাঠকের প্রত্যাশা মতো সেবা প্রদান করতে হলে গ্রন্থাগারে কর্মরত জনবলের দিকে নজর দেয়া জরুরি।

এখানে আরও উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের জনবলের স্বল্পতার কারণে গত ১ মার্চ ২০০৭ খ্রি: তারিখ থেকে রাত্রিকালীন গ্রন্থাগার সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের হাজার হাজার পাঠকের পাঠ সেবা প্রদানে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, গত ৩১/১২/০৭ তারিখের একনেক বৈঠকে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারে বর্তমান কর্মরত ৪১ জন জনবলের ২০ মাসের বেতনভাতাসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে গণগ্রন্থাগার ২টির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা মতো সেবা প্রদানের সহায়তা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন করছি।

বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে ২টি সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।